বিবাহ বহির্ভূত সকল প্রকার যৌন সঙ্গমই যিনা

আসসালামুআলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে **"বিবাহ বহির্ভূত সকল প্রকার যৌন সঙ্গমই যিনা"।**
আমরা কি আসলেই চাই যে, সমাজ থেকে অ-বৈবাহিক যৌনাচার বন্ধ হোক? সমাজের কর্ণধার নেতা-নেত্রী, রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, আইনজীবী, জজ-মেজিস্টেড, পুলিশ, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, আমলা, মন্ত্রী-মিনিস্টার, সংসদ সদস্য, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, আমজনতা, বিভিন্ন ধর্মীয় নেতা, ছাত্র-ছাত্রীগণ কি আসলেই চান সমাজ থেকে অ-বৈবাহিত যৌনাচার বন্ধ হোক? আইন করে, অতি দ্রুত ধর্ষকের ফাঁসি / যাবজ্জীবন দিলেই কি সমাজটা ভালো হয়ে যাবে? সমস্যার মূল টা কোথায়? পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন বক্তব্য বিবৃতি শুনে এ ধারণা করা যায় যে, সমাজপতিরা এটা চান না, তারা শুধু চান ধর্ষণ বন্ধ হোক।

পবিত্র কোরআনে বর্ণিত আল্লাহর আইন ও রাসূল সা: এর সহীহ হাদীসে বর্ণিত বিধান অনুযায়ী বিবাহ বহির্ভূত সকল প্রকার যৌন সঙ্গমই অবৈধ, গুরুতর অপরাধ ও পাপ কার্য। যেটাকে কোরআন ও হাদিসে যেনা বলা হয়েছে।

মানুষের তৈরি বিধান হল যে, পূর্ণ বয়স্ক নারী পুরুষ যদি পরস্পরের সম্মতি ক্রমে যৌন সঙ্গমে লিপ্ত হয়, তাহলে তাদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক থাকুক বা না থাকুক, তা অপরাধ বলে গণ্য হবে না।

পুরুষ নয়, শুধুমাত্র নারীর ইচ্ছা বা সম্মতি ব্যতিরেকে যৌন সঙ্গম করলেই তা ধর্ষণ বলে পরিগণিত হবে। আমরা পত্র-পত্রিকায় পড়ে থাকি "বিয়ের প্রলোভন দিয়ে উপর্যুপরি ধর্ষণ"। অর্থাৎ নারী যদি বয়ান দেয় সে আমার সম্মতি ছাড়াই এ কাজ করেছে। কেননা এ ধরনের কাজে তৃতীয় কোনো সাক্ষী পাওয়া সম্ভব নয়। একমাত্র ভিকটিম নারীর বর্ণনার উপর ভিত্তি করা ছাড়া আদালতের কোন উপায় থাকে না।

তাহলে সমাধান কি?

একটাই সমাধান, বর্তমান ঘুনেধরা, নৈতিকতা বিরোধী, ভোগসর্বস্ব, পেটপূজারী, তথাকথিত উন্নত রাষ্ট্রের অন্ধ অনুকরণ না করে আল্লাহর আইন মোতাবেক আমাদের সমাজটা বিনির্মাণ করা।

To learn more click here

কোরআন ও হাদিস থেকে উদ্ধৃতি

১। যিনা করলে শাস্তি ভোগ করবে।

وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَـهًا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِى حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ أَثَاماً ﴿٦٨﴾

এবং তাহারা আলাহ্‌র সঙ্গে কোন ইলাহ্‌কে ডাকে না । আলাহ্‌ যাহার হত্যা নিষেধ করিয়াছেন, যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাহাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না । যে এইগুলি করে সে শাস্তি ভোগ করিবে । সূরা আল ফুরকান ২৫ঃ ৬৮

২। যিনার ধারে কাছেও যেয়ো না এটা একটা ফাহেশা ও নিকৃষ্ট পন্থা।

وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلاً ﴿٣٢﴾

আর জিনার নিকতবর্তী হইও না, ইহা অশীল ও নিকৃষ্ট আচরণ । সূরা বানী ইসরাঈল ১৭ঃ ৩২

৩। যিনাকারী নারী এবং যিনাকারী পুরুষ তাদের প্রত্যেককেই বেত্রাঘাত করো ১০০টি করে। (অবিবাহিত যেনাকারী পুরুষ ও নারীর শাস্তি)।

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِى فَاجْلِدُواْ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى دِينِ اللهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী-উহাদের প্রত্যেককে এক শত কশাঘাত করিবে, আলাহ্‌র বিধান কার্যকরীকরণে উহাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে প্রভাবান্বিত না করে, যদি তোমরা আল্লাহে এবং পরকালে বিশ্বাসী হও; মু'মিনদের একটি দল যেন ইহাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে । সূরা আন নূর ২৪ঃ ২

মুসলিম শরীফের হাদীস

৪৩০৮- মুহাম্মাদ ইবনু মুসান্না, ইবনু বাশশার ও মুসান্না (রহঃ) উবাদাহ্‌ ইবনু সামিত (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওপর যখন ওয়াহী অবতীর্ণ হতো, তখন তাকে ক্লান্ত মনে হতো এবং তার মুখমণ্ডলে ক্লান্তির চিহ্ন ফুটে উঠত। বর্ণনাকারী বলেন, একদা যখন তার ওপর ওয়াহী অবতীর্ণ হলো তখন তার অবস্থা ঐরূপ হল। এরপর যখন অবস্থা পরিবর্তন হয়ে গেল, তখন তিনি বললেনঃ তোমরা

To learn more click here

আমার কাছ হতে শিক্ষা গ্রহণ কর, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা মহিলাদের জন্য একটি পন্থা বের করে দিয়েছেন। যদি কোন বিবাহিত পুরুষ কোন বিবাহিতা মহিলার সাথে এবং কোন অবিবাহিত পুরুষ কুমারী মেয়ের সাথে ব্যভিচার করে, তবে বিবাহিত ব্যক্তিকে একশ' বেত্রাঘাত করবে, এরপর পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করবে। আর অবিবাহিত পুরুষ বা মহিলাকে একশ' বেত্রাঘাত করবে, এরপর তাদেরকে এক বছরের জন্য নির্বাসন দেবে (বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৪২৬৯)

প্রিয় ভাই ও বোনেরা! আসুন, আমরা পবিত্র কোরআন ও সহীহ হাদীসের নির্দেশ মোতাবেক নিজে চলি, অন্যকে চলতে উৎসাহিত করি। কোরআন, সহীহ হাদীস মোতাবেক সমাজকে গঠন করার চেষ্টা করি। আমাদেরকে মৃত্যুর পর আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে, এবং দুনিয়ার সমস্ত কাজের হিসাব দিতে হবে। সেদিন যেন আমরা মুক্তি লাভ করতে পারি।

হে আল্লাহ, আমাদের অপরাধ ক্ষমা করে দাও। আমরা তওবা করে তোমার পথে ফিরে এসেছি। আমাদের সমাজটাকে সমস্ত পাপ পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত করে দাও। দুনিয়ায় ও আখেরাতে আমাদেরকে কল্যাণ দান করো।

আমিন।

আসসালামুআলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।

To learn more click here